কালের কণ্ঠ

তারিখ 14 MAY 2016
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৬

শাবি ছাত্রলীগের কমিটিতে ছাত্রদল শিবির বহিষ্কৃতরা

সিলেট অফিস ▷

শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৪ বছর ধরে ক্ষমতাসীন দলের অঙ্গসংগঠন ছাত্রলীগের কোনো পূর্ণাঙ্গ কমিটি ছিল না। তিন বছর আগে ঘোষণা করা হয়েছিল সাত সদস্যের আহ্বায়ক কমিটি। অবশেষে গত ৮ মে রাতে ১৫১ সদস্যবিশিষ্ট পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোষণা করা হয়। তবে কমিটিতে অছাত্র, বিবাহিত, বহিষ্কৃত এবং ছাত্রদল ও শিবিরকর্মীরা স্থান পেয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

ছাত্রলীগের একাধিক সূত্র জানায়, পূর্ণাঙ্গ কমিটিতে সহসভাপতিসহ গুরুত্বপূর্ণ পদে অন্তত পাঁচজন স্থান পেয়েছেন, যাঁরা আগে ছাত্রদল ও শিবির করতেন। বিভিন্ন অপরাধে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার হয়েছেন এমন ৯ জন বিভিন্ন পদে স্থান পেয়েছেন। এ ছাড়া কমিটিতে স্থান পাওয়া তিনজন বিবাহিত এবং ১১ জন অছাত্র বলে জানা গেছে।

জানা যায়, ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারির নির্বাচনের আগে ক্যাম্পাসে ছাত্রদল ও শিবিরের বিভিন্ন মিছিল সমাবেশে দেখা গেছে এমন পাঁচজন ছাত্রলীগের কমিটিতে স্থান পেয়েছেন। এঁদের মধ্যে সমাজবিজ্ঞান বিভাগের ২০১২-১৩ শিক্ষাবর্ষের খলিলুর রহমান নতুন কমিটিতে পরিবেশ সম্পাদক পদ পেয়েছেন। খলিল বিভিন্ন সময় ক্যাম্পাসে ছাত্রদলের মিছিলে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করতেন বলে জানা গেছে। বাংলা বিভাগের ২০০৯-১০ শিক্ষাবর্ষের লোকমান আহমেদকে আপ্যায়ন সম্পাদক করা হয়েছে। তাঁকেও বিভিন্ন সময় শিবিরের মিছিল সমাবেশে দেখা গেছে। তিনি শিবির করতেন বলেও তাঁর বেশ কয়েকজন বন্ধু নিশ্চিত করেছেন। একই অভিযোগ লোকপ্রশাসন বিভাগের ২০১১-১২ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী মোবাশ্বির হোসাইন রাফির বিরুদ্ধে। তিনি সহসম্পাদক পদ পেয়েছেন। কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড পলিমার সায়েন্স বিভাগের ২০১১-১২ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী মোশারফ হোসেন রাজুকে (কমিটিতে তাঁর নাম মোশারফ হোসেন) সহসম্পাদক এবং সমাজবিজ্ঞান বিভাগের ২০১২-১৩ শিক্ষাবর্ষের শামীম বিশ্বাসকে সদস্য করা হয়েছে। তাঁদের ছাত্রদলের বিভিন্ন কর্মসূচি এবং সরকারবিরোধী বিভিন্ন কর্মসূচিতে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করতে দেখা গেছে।

অনুসন্ধানে জানা যায়, বিগত ২০১৫ সালের ৩০ আগস্ট উপাচার্যবিরোধী আন্দোলনে শিক্ষকদের ওপর হামলা, অসৌজন্যমূলক আচরণ এবং চলতি বছর ২৮ জানুয়ারি বিকেলে ক্যাম্পাসে এক ছাত্রীকে র‍্যাগিংয়ের ঘটনা নিয়ে হলে সংঘর্ষের ঘটনায় বহিষ্কৃত ৯ জন ঘোষিত কমিটিতে সহসভাপতিসহ গুরুত্বপূর্ণ পদ পেয়েছেন। শিক্ষকদের ওপর হামলা, অসৌজন্যমূলক আচরণে চারজনকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাময়িক বহিষ্কার করা হয়। বহিষ্কৃত এই চারজনই ছাত্রলীগের ঘোষিত কমিটিতে গুরুত্বপূর্ণ পদ পেয়েছেন। এর মধ্যে পরিসংখ্যান বিভাগের ২০০৯-১০ শিক্ষাবর্ষের ধনী রাম রায় ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের ২০১০-১১ শিক্ষাবর্ষের মো. আবদুল্লাহ আল মাসুম সহসভাপতি পদ, বন ও পরিবেশবিদ্যা বিভাগের ২০১১-১২ শিক্ষাবর্ষের আরিফুল ইসলাম যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এবং একই বিভাগের ২০১২-১৩ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী জাহিদ হোসেন নাঈম পেয়েছেন সাংগঠনিক সম্পাদক পদ।

এদিকে, ক্যাম্পাসে র‍্যাগিংয়ের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে পাঁচ শিক্ষার্থীকে সাময়িক বহিষ্কার করা হয়। এদের মধ্যে মোশারফ হোসেন রাজুকে সহসম্পাদক পদ দেওয়া হয়েছে। অসীম বিশ্বাসকে স্কুল ছাত্রবিষয়ক সম্পাদক, নজরুল ইসলাম রাকিব, মোশারফ হোসেন সবনীল এবং মাহমুদুল হাসানকে সদস্য পদ দেওয়া হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের পূর্ণাঙ্গ কমিটিতে তিনজন বিবাহিতও স্থান পেয়েছেন।

ছাত্রত্ব নেই এমন ১১ জন ছাত্রলীগের পূর্ণাঙ্গ কমিটিতে স্থান পেয়েছেন। এঁদের মধ্যে আটজনকে সহসভাপতি এবং তিনজন সম্পাদকীয় পদ পেয়েছেন।

ঘোষিত কমিটি সম্পর্কে জানতে চাইলে শাবি ছাত্রলীগ সভাপতি সঞ্জীবন চক্রবর্তী পার্থ বলেন, কমিটি গঠনের সময় প্রত্যেকের বিষয়ে সূক্ষ্মভাবে খোঁজখবর নেওয়া হয়েছে। বহিষ্কৃতরা সাময়িক বহিষ্কৃত উল্লেখ করে তিনি বলেন, যদি কেউ দোষী হয়ে থাকে তাদের বিরুদ্ধে সাংগঠনিকভাবে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। কমিটিতে বিবাহিত কেউ আছে এমন তথ্য তাঁর কাছে নেই বলে জানান।

শাবি ছাত্রলীগ সাধারণ সম্পাদক ইমরান খান বলেন, কারো বিরুদ্ধে অন্য কোনো সংগঠনের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগ প্রমাণিত হলে তার বিরুদ্ধে কঠোর সাংগঠনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। যাদের সাময়িকভাবে বহিষ্কার করা হয়েছে তাদের অনেককে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন সন্দেহের ভিত্তিতে বহিষ্কার করেছে মন্তব্য করে তিনি বলেন, অভিযোগ প্রমাণিত হলে তাদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক এস এম জাকির হোসাইন বলেন, ঘোষিত কমিটি নিয়ে যেসব অভিযোগ আসছে কিংবা আরো যেসব অভিযোগ আসবে, আমরা সেগুলো খতিয়ে দেখব। অভিযোগ সত্য হলে সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে তিনি জানান।